প্রশিক্ষিত যুব, উন্নত দেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

জাতীয় যুবদিবস ২০২২

০১ নভেম্বর ২০২২

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

১৬ কার্তিক ১৪২৯
০১ নভেম্বর ২০২২

বাণী

'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস ২০২২' উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

প্রাণচাঞ্চল্যে উৎসারিত যুবসমাজ দেশমাতৃকার মূল চালিকাশক্তি। যুবরাই জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। তারা সহসী, অদম্য, প্রতিশ্রুতিশীল এবং সৃজনশীল। তাই যে কোনো দেশের জন্য যুবসমাজ অতি মূল্যবান সম্পদ। ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে বলীয়ান এদেশের যুবসমাজ মুক্তি সংগ্রামের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ত্যাগ, তিতিক্ষা ও আত্মোৎসর্গের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে স্বাধীনতার লাল সূর্য। ভাষা আন্দোলন, স্বাধিকার আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামসহ বিভিন্ন সঙ্কট উত্তরণে যুবসমাজের গৌরবোজ্জ্বল অবদান জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুবসমাজ, যার বয়সসীমা ১৮ হতে ৩৫ বছর। আগামী ২০৪৩ সাল পর্যন্ত যুবসমাজের সংখ্যাগত আধিক্যের ধারা অব্যাহত থাকবে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনসহ বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে এ জনমিতিক সুবিধা (Demographic Dividend) কাজে লাগাতে হবে। আমাদের যুবসমাজকে পরিপূর্ণ দক্ষ, আধুনিক ও সচেতন রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এসব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের অনেকেই আজ সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবরা অনেকে বিদেশেও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে নিয়েছে এবং দেশের জন্য মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। একটি জ্ঞানমুখী, প্রশিক্ষিত ও আদর্শ যুবসমাজ জাতির মেরুদন্ড। কাজেই যুবদের অবস্থান হবে মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে। দেশের মানুষের প্রতি তাদের কর্তব্য ও মমত্ববোধ সবসময় জাগ্রত রাখতে হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও দেশপ্রেমের মূলমন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা বিনির্মাণে আমাদের তেজোদীপ্ত, প্রশিক্ষিত ও দক্ষ যুবসমাজ স্বর্ণালি অধ্যায় সূচিত করবে- এ প্রত্যাশা করি।

আমি ' জাতীয় যুবদিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

উন্নয়ন পরিক্রমায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

মোঃ আজহারুল ইসলাম খান
মহাপরিচালক

যুবরাই দেশের মূল চালিকাশক্তি এবং জাতীয় উন্নয়নের ধারক ও বাহক। অনতিক্রম্যকে অতিক্রম করে সামনের দিকে এগুনো এবং লক্ষ্যে পৌঁছানো যৌবনের সহজাত প্রবৃত্তি। যুবরা বলিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, সৃজনশীল ও অমিত শক্তির অধিকারী। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। এদেশের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা।

একটি সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে সূচিত ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০ এর নির্বাচন ও পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায়, দেশ মাতৃকার অধিকার রক্ষায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়, জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং 'কোভিড-১৯' পরিস্থিতিকালীন স্বেচ্ছাসেবায় এদেশের যুবসমাজ তেজোদীপ্ত ভূমিকা রেখেছে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে যুবদের অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে সরকার দেশ পুনর্গঠনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়।

জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ অনুযায়ী ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক যুব বলে গণ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪, ১৭, ১৯, ২০ ও ২১ অনুচ্ছেদগুলোতে যুব শ্রেণিসহ সমগ্র জনগণের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুত মধ্যম আয়ের দেশ, রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী সুখী-সমৃদ্ধ-উন্নত বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ কে সামনে রেখে সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হচ্ছে যুব সমাজের শোভন কর্মসংস্থান (ডিসেন্ট ওয়ার্ক), যুবদের ক্ষমতায়ন এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্তকরণ। তাই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মযজ্ঞের প্রধান লক্ষ্য হলো দেশের যুবসমাজ। তাদের উন্নয়নকে কেন্দ্র করেই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দিকনির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মসূচি।

যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তার পাশাপাশি যুব কার্যক্রমে নৈতিকতা, দেশপ্রেম, জীবন দক্ষতা শিক্ষা ও শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০ হাজারের অধিক যুবসংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণে যুবসমাবেশ, যুবমেলার আয়োজন, যুববিনিময় কর্মসূচিসহ মাদকের অপব্যবহার রোধ, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ বিরোধী সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে যুবদেরকে আদর্শ ও যোগ্য নাগরিকরূপে গড়ে তোলা হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন : বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন : জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

সাংগঠনিক কাঠামো : মহাপরিচালক যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তাঁকে সহায়তা করেন ০৬ জন পরিচালক, বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ। অধিদপ্তরের আওতায় দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৬৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ১টি কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ৪টি আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র এবং ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ ৫০১টি উপজেলা কার্যালয় রয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ৬৪৩২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছেন।

প্রশিক্ষণ : বেকার যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক ৪১টি, অপ্রাতিষ্ঠানিক ৪২টি ও চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়ে থাকে। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবতায় যুবদের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক লাগসই প্রশিক্ষণ কোর্স পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও মডিউল, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার প্রস্তুত ও কর্মপন্থা নির্ধারণকে কেন্দ্র করে 'যুব প্রশিক্ষণ নীতিমালা' চূড়ান্তকরণ-এর লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঋণ কার্যক্রম : কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র্যমোচনে যুব ঋণ কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যুব ঋণ তহবিল হতে যুবদের (ক) একক ঋণ এবং (খ) পারিবারিক গ্রুপভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৬০ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে ৪০ হাজার টাকা থেকে ৬০ হাজার টাকা ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ৭ থেকে ১০টি গ্রুপ নিয়ে গঠিত কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ১ম, ২য়, ৩য় দফায় যথাক্রমে ১২ হাজার, ১৬ হাজার ও ২০ হাজার টাকা হারে ঋণ প্রদান করা হয়। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জাতির পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধার্ঘ্যের নিদর্শন স্বরূপ ১০ জানুয়ারি ২০২১ হতে ৩.৫০ লক্ষ টাকা হারে উদ্যোক্তা ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। উদ্যোক্তা ঋণ নীতিমালার আলোকে ৮টি বিভাগীয় জেলায় এ ঋণ প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

আত্মকর্মী সৃজন : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব পুরুষ ও যুবনারী তাদের প্রশিক্ষলব্ধ জ্ঞান ও ঋণ সহায়তা কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মী হচ্ছে কিংবা নিজেদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে নিচ্ছে। আত্মকর্মী যুবদের মাসিক আয় ৭ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা আরও অধিক অর্থ উপার্জন করে থাকে। আত্মকর্মী যুবদের গৃহীত প্রকল্পে নিজেদের কর্মসংস্থান ছাড়াও তাদের পরিবারের সদস্যদের এবং অন্যান্য যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি : ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের শিক্ষিত বেকার যুবদের তিন মাস মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদানের পর জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে দু'বছরের জন্য অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি এ কর্মসূচির লক্ষ্য। ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে এ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৪৭ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ২ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৯৬ জনের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ১০টি জেলায় ও ১০টি উপজেলায় এ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচি যুগপৎভাবে যুব বান্ধব এবং দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

যুব ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আইন, বিধি প্রণয়ন : 'জাতীয় যুবনীতি ২০১৭' প্রণয়নপূর্বক এ্যাকশন প্ল্যান প্রকাশিত হয়েছে ও ইয়ুথ ইনডেক্স প্রণীত হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলোকে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫ ও যুব সংগঠন (নিবন্ধন ও পরিচালনা) বিধিমালা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। যুবসমাজের ক্ষমতায়নের পথ সুগম করতে জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা, ২০২১ প্রণীত হয়েছে। চলমান অর্থবছরেই জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠন করা সম্ভব হবে।

অধিকতর কর্মকৌশল : যুবসমাজের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়নের পথ সুগম করার লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে,-(১) প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জী বছরভিত্তিক প্রণয়ন ও অনুসরণ (২) সকল শ্রেণির যুবদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কোটা অনুসরণ (৩) ই-প্রশিক্ষণ, দূরশিক্ষণ, মুক্তপাঠ, ই-লার্নিং কোর্স কনটেন্ট, ই-মনিটরিং ও অ্যাটেনডেন্স ট্র্যাকিং (৪) অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া (৫) চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে সংগতি রেখে এটুআই এর সহযোগিতায় ক্যাটারিং কোর্স ও ফ্যাশন ডিজাইনিং কোর্স চালুর উদ্যোগ (৬) প্রশিক্ষণার্থী, আত্মকর্মী ও যুব সংগঠকদের ডাটাবেইজ প্রণয়ন (৭) অধিদপ্তরের প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সক্ষমতা অর্জন এবং (৮) এক্রিডিটেশন/স্টান্ডার্ডডাইজেশন অব ট্রেনিং কোর্স।

জাতীয় যুবদিবস : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্তক্রমে প্রতিবছর ১ নভেম্বর জাতীয় যুবদিবস দেশব্যাপী উদযাপন করা হয়ে থাকে। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুব আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে দৃষ্টান্তমূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। এ যাবত ৪৯ জন যুবসংগঠকসহ মোট ৪৯৮ জনকে জাতীয় যুব পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। 'জাতীয় যুবদিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে ২৪ জন সফল যুবকে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হবে।

যুব সংগঠন নিবন্ধনকরণ ও অনুদান : যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং সংগঠসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ভূমিকা রেখে চলছে। এ পর্যন্ত ১৮,৪৫৮টি যুব সংগঠনকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ এর আলোকে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৫৬৯৬টি যুবসংগঠনকে নিবন্ধন করা হয়েছে। যুব সংগঠনগুলোর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় যুব কল্যাণ তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৬৬৮টি যুব সংগঠনকে মোট ২৭ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা প্রকল্পভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ প্রোগ্রাম : যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে নিয়মানুযায়ী সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত ৪০টি বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

Dhaka OIC Youth Capital, 2020 : Dhaka OIC Youth Capital, 2020 এর অন্যতম ইভেন্ট হিসেবে বিশ্বব্যাপী আয়োজন করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু গ্লোবাল ইয়ুথ লিডারশিপ এ্যাওয়ার্ড। এছাড়া, যুবদের জন্য সহায়ক এন্টারপ্রেনরশিপ স্কীল এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভার্চুয়াল প্রোগ্রামসহ যুব সম্পর্কিত অনুষ্ঠানাদি রেকর্ড ও প্রচারের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ইয়ুথ ডিজিটাল স্টুডিও।

Sheikh Hasina Youth Volunteers Award : করোনা মহামারিসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন-ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা ইত্যাদি মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ভূমিকা দেশে-বিদেশে বহুলভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় রোল মডেল হিসেবে সারা বিশ্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এক উজ্জ্বল নাম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যমী ও মানবিক গুণাবলিকে যুবদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষে Sheikh Hasina Youth Volunteers Award প্রদান করা হয়েছে।

এসডিজি বাস্তবায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর : ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেণ্ডা" গৃহীত হয়। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৭টির মধ্যে ১,৩,৪,৮ ও ১১ অভীষ্টগুলোর সাথে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত। তন্মধ্যে অভীষ্ট ৮-এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় মূল দায়িত্বে নিয়োজিত। সে অনুযায়ী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়পূর্বক যুব কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত অর্জন	২০০৯ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত অর্জন
বেকার যুবদের প্রশিক্ষণ	৬৭,৬৫,০৪৯ জন	৩৬,৮৩,৩৬১ জন
প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান	২৩,৩২,৪৪১ জন	৭,৯০,৩৪৫ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৪৭ জন	২ লক্ষ ৩৫ হাজার ৩৪৭ জন
ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচিতে অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,৩২,৯৯৬ জন	২,৩২,৯৯৬ জ
ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ	২,২৬,৩৫০.০৯ লক্ষ টাকা	১৩৯০৫৮.৭৮ লক্ষ টাকা
ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০,২৫,৮৩১ জন	৪,৯৫,১৯৪ জন
নতুন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন	৩৫ টি	১৮ টি
ইন্টারনেট সার্ভিস সুবিধা	প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪ জেলা কার্যালয়, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৫০১টি উপজেলা কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	প্রধান কার্যালয়সহ ৬৪ জেলা কার্যালয়, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ৫০১টি উপজেলা কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র
যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান	২৭৭৭.৮৬ লক্ষ টাকা	১৯৮৯.৩১ লক্ষ টাকা
যুব কল্যাণ হতে অনুদান প্রাপ্ত সংগঠনের সংখ্যা	১৪৬৬৮ টি	৭৬৮৫ টি
নিবন্ধনকৃত ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৫,৬৯৬ টি	৫,৬৯৬ টি
তালিকাভুক্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৮,৪৫৮ টি	১১,৩৬৬ টি
জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	৪৯৮ জন	২২৬ জন
উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের সংখ্যা	৪,১৭৬ জন	৭৫৭ জন
নিয়মিতকরণের সংখ্যা	৪২৭৩ জন	২৯৭৬ জন
পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৪২৭১ জন	৩১২৬ জন
পদোন্নতির সংখ্যা	৩০৮ জন	২১৭ জন

সামগ্রিক তথ্য-চিত্র অনুসারে যুব কার্যক্রমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তথা সরকারের ভূমিকা ও সাফল্য দিনে দিনে ব্যাপকতর হচ্ছে। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রের কাতারে শামিল হবে মর্মে আমরা বিশ্বাস করি। বর্তমান জনবান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে উন্নয়ন অভিযাত্রায় বাংলাদেশ আজ অপ্রতিরোধ্য। স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি ইতিহাসের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা গড়ে তোলা এখন আর সাধ্যের অতীত নয়। 'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' জাতীয় যুব দিবস-২০২২ এর এই প্রতিপাদ্যটি আমাদের সকলের, সমগ্র জাতির।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৬ কার্তিক ১৪২৯
১ নভেম্বর ২০২২

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও 'জাতীয় যুব দিবস-২০২২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশের তারুণ্যদীপ্ত যুবসমাজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে জীবন বাজি রেখে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে লাল-সবুজের একটি নতুন দেশ সৃষ্টি করে এদেশের যুবসমাজ। যুবদেরকে তিনি সংগঠিত করেছিলেন দেশপ্রেমের মহান দীক্ষায়। জাতির পিতা স্বাধীনতা অর্জনের পর দেশ পুনর্গঠনেও যুবসমাজকে কাজে লাগান এবং শিক্ষিত ও কর্মদক্ষ যুবসমাজ সৃষ্টিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন ও রূপরেখা প্রণয়ন করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধীচক্র জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পর বাংলাদেশের যুবসমাজকে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার পথে ঠেলে দেয়ার অপচেষ্টা চালায়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে যুবসমাজকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকে যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তিসহ বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। আমাদের সরকার প্রশিক্ষিত যুবদেরকে জামানতবিহীন যুবঋণ দিয়ে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। যুবদের কর্মমুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে প্রবাসেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। আমরা 'যুবকল্যাণ তহবিল আইন-২০১৬' প্রণয়ন করেছি। এ তহবিলের আওতায় এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৬৬৮ টি যুব সংগঠনকে ২৭ কোটি ৭৭ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকা প্রকল্প ভিত্তিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনগুলোকে আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে 'যুব সংগঠন নিবন্ধন এবং পরিচালনা আইন-২০১৫' ও 'যুব সংগঠন বিধিমালা-২০১৭' প্রণয়ন করা হয়েছে। যুবসমাজের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় যুব কাউন্সিল বিধিমালা-২০২১', 'জাতীয় যুবনীতি-২০১৭', 'ইয়ুথ অ্যাকশন প্লান', 'ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স' ও 'যুব উদ্যোক্তা নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে। যুবদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, নেতৃত্ব সৃষ্টি, প্রতিভা বিকাশ, ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাভারে 'শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং জেলা-উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের কাজ চলমান রয়েছে।

আমাদের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এই জনমিতিক সুবিধা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার-২০১৮ এ যুব সম্পর্কিত অঙ্গীকার 'তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি'কে বিবেচনায় নিয়ে যুবদেরকে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত করতে নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স, প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে এবং প্রতি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের সরকার যুবদের চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে নেতৃত্বদানে সক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করতে সারাদেশে হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার ও বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করছে। আমরা চাই আমাদের যুবদেরকে দেশপ্রেম, মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক সচেতন নাগরিকরূপে গড়ে তুলতে।

এদেশের অদম্য যুবসমাজ জাতির প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এ দেশের যুবদের বুকে অদম্য শক্তির যে বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে গেছেন, মানুষের জন্য কাজ করার যে প্রেরণা তিনি যুগিয়েছেন, সেই প্রেরণা নিয়ে এদেশের যুবসমাজ মাথা উঁচু করে সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় যুব দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রতিমন্ত্রী
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমাদের যুবদের বীরত্বগাঁথা জাতির ইতিহাসকে করেছে আলোকিত, দ্যুতিময়। 'জাতীয় যুবদিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে আমি দেশের যুবসমাজকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাংলাদেশের সকল আন্দোলন-সংগ্রাম ও অগ্রগতির পথে এ দেশের যুবসমাজের অবদান অত্যুজ্জ্বল। মহান ভাষা আন্দোলন হতে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রামসহ এদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যুবসমাজের রয়েছে গৌরবজ্জ্বল ভূমিকা। স্বাধীনতার মহান স্থপতি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন যুব সমাজের আইকন। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এ স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না যদি এ দেশের মানুষ যারা আমার যুবক শ্রেণি আছে তারা চাকরি না পায় বা কাজ না পায়।' যুবরাই জাতির প্রাণশক্তি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির মূল নিয়ামক। এই চেতনাকে ধারণ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত নির্বাচনি ইশতেহারের মূল প্রতিপাদ্য ছিলো-"তারুণ্যের শক্তি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি।"

দেশের মোট জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ যুবসমাজ, যা প্রায় ৫ কোটি ৩০ লক্ষ। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মূল কারিগর হচ্ছে দেশের এ বিপুল যুবশক্তি। দেশের সম্ভাবনাময় যুবগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল ও কর্মক্ষম শক্তিতে পরিণত করতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ৬৪টি জেলা যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৫০১টি উপজেলায় ৮৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সহজ শর্তে প্রকল্পভিত্তিক ঋণ প্রদন করা হচ্ছে। প্রতিটি উপজেলায় যুব প্রশিক্ষণ ও বিনোদন কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। দেশের কর্মপ্রত্যাশী যুবদের আত্মকর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সৃষ্টিলগ্ন থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৬৭ লক্ষ ৬৫ হাজার ৪৯ জন যুবকে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২৩ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৪১ জন যুব সফল আত্মকর্মী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১০ লক্ষ ২৫ হাজার ৮৩১ জন যুবক ও যুবনারীকে ২,২৬,৩৫০.০৯ লক্ষ টাকা টাকার যুব ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ঋণ সহায়তা বাড়াতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ইতোমধ্যে একাধিক ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০২২ থেকে ২০২৩ সময়কালে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) সুদক্ষ গাড়ীচালক তৈরির জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে শিক্ষায় নেই, কর্মে নেই ও প্রশিক্ষণে নেই NEET জনসংখ্যাকে কমিয়ে আনার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক Economic Acceleration and Resilience for the NEET (EARN) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

মুজিববর্ষে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক "বঙ্গবন্ধু গ্লোবাল ইয়ুথ লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড" প্রদান করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যমী ও মানবিক গুণাবলিকে যুবদের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে "শেখ হাসিনা ইয়ুথ ভলান্টিয়ার এওয়ার্ড" প্রবর্তন করা হয়েছে। 'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমাদের প্রিয় যুবসমাজ স্বর্ণালি অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে, এ আমার প্রত্যাশা।

আমি 'জাতীয় যুবদিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো: জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি

সভাপতি
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আমি যুবসমাজের সকল সদস্যকে জানাই শুভেচ্ছা। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই যুবসমাজ। সাহস, মেধা, মননশীলতা, সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ও অফুরন্ত শক্তির উৎস এ যুবগোষ্ঠী যুগে যুগে দেশে দেশে সকল অসাধ্য সাধনের রূপকার।

অদম্য শক্তির আধার গৌরব গাঁথায় দীপ্তমান যুব সমাজ জাতির সর্বোত্তম সম্পদ। যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নিঃস্বার্থ অবদান জাতি হিসেবে আমাদেরকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে যুবসমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামসহ এদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় যুবরা যেমন জীবন উৎসর্গ করতে কার্পণ্য করেনি, তেমনি অর্থনৈতিক উন্নতির সংগ্রামেও তারা নিবেদিত হয়ে কাজ করছে।

যুবরাই জাতির প্রাণশক্তি। উন্নয়ন, অগ্রগতির মূল নিয়ামক ও অনুঘটক বিধায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সাফল্য অর্জনে যুবসমাজকে ব্যাপকভাবে ক্ষমতায়িত করতে হবে। আর এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ব্যাপক পরিসরে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে লাগসই ও যুগোপযোগী যুব কর্মসূচি দেশব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে। প্রান্তিক পর্যায়ের যুবরাও আজ স্বীয় অবস্থান থেকে প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা নিয়ে স্বাবলম্বী হচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্জাগরণসহ গ্লোবালাইজেশনের নিয়ামক নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনী কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের যুবসমাজকে জাতীয় উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে শহর, গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ও রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার অঙ্গীকার নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়। পরবর্তী মেয়াদে ২০১৪ সালে সরকার গঠনের পর দেশের সকল মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্তি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করে। একইসাথে জনগণের দোরগোড়ায় ডিজিটাল সেবা পৌঁছানো, নারীর ক্ষমতায়ন, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানো, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রণীত উন্নয়নের মহাসড়কের মেলবন্ধনরূপে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ', জাতিসংঘের 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ ও রূপকল্প-২০৪১' একইসূত্রে গাঁথা। ফলশ্রুতিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গঠনের সুপরিকল্পিত রূপরেখায় আমাদের জয়যাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

আমি আশা করি, এ দেশের যুবসমাজ তাদের অদম্য সাহস, প্রাণচাঞ্চল্য, প্রতিভা ও কর্মদক্ষতা দিয়ে আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমিকে বিশ্ব দরবারে সুউচ্চ অবস্থানে নিতে তৎপর থাকবে। 'প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'-এই প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উদ্‌যাপনের মাধ্যমে যুবসমাজকে অনুপ্রাণিত ও সচেতন করার গৃহীত উদ্যোগের সফল বাস্তবায়ন হবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

আমি 'জাতীয় যুবদিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব, এমপি)

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আমি যুবসমাজের প্রত্যেক সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

মহান ভাষা আন্দোলন, বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে যুবসমাজের আত্মত্যাগের ইতিহাস জাতির হৃদয়পটে প্রদীপ্ত হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যুব। দেশের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি এদেশের ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সি যুবসমাজ, সংখ্যায় যা প্রায় ৬ কোটি। সমাজ ও রাষ্ট্রের অগ্রগামী সৈনিক তারা। দেশপ্রেম, সাহসিকতা, দুর্বারগতি, কল্যাণব্রত বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা শাশ্বত অভিবাদনযোগ্য।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য, অপুষ্টি, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, শোষণ, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও বেকারত্ব দূরীকরণ, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ এবং টেকসই উন্নয়নে আমাদের যুবসমাজের সম্পৃক্ততা ও নেতৃত্ব অপরিহার্য।

সমন্বিত উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত অসম্প্রদায়িক সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনায় গৃহীত উন্নয়নের মহাসড়কে উপনীত হতে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন যুবদের জন্য অতীব জরুরি। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর, অতপর উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 'কোভিড-১৯' এর প্রভাবে যখন সারাবিশ্বের অর্থনীতির চাকা শ্লথ হয়ে পড়েছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ তখনও উচ্চ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর দেখানো পথেই যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সকল কর্মকান্ড দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৭০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ১০টি মেট্রোপলিটন থানাসহ ৫০১টি উপজেলায় ৮৩টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সহজ শর্তে প্রকল্পভিত্তিক ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যুবরা আজ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হচ্ছে। আত্মকর্মী ও উদ্যোক্তা তৈরির পাশাপাশি যুবসমাবেশ, যুবমেলার আয়োজন, যুববিনিময় কর্মসূচি ইত্যাদির মাধ্যমে অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ যুবসমাজকে সঠিক দিকনির্দেশনায় অনুপ্রাণিত ও আলোড়িত করা হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিবন্ধিত যুব সংগঠকগণ সমাজ সচেতনতামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি 'কোভিড-১৯' পরিস্থিতিকালীন ত্রাণ সহায়তা প্রদান, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন এবং মৃতদেহ দাফন-সৎকারসহ স্বেচ্ছাসেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২২ এ ভূষিত এসব আলোকিত দিশরিদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সমগ্র জাতি যুবদের চোখেই স্বপ্ন দেখে, তাদের কর্মেই আলোকিত হতে চায়। চিন্তায়, কর্মে, অনুশীলনে সফল হয়ে আমাদের যুবসমাজ প্রিয় মাতৃভূমির জন্য পরিপূর্ণ সফলতা বয়ে আনবে জাতীয় যুবদিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে এটাই প্রত্যাশা।
"প্রশিক্ষিত যুব উন্নত দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ" প্রতিপাদ্যে সপ্তাহব্যাপী সারাদেশে জাতীয় যুবদিবস ২০২২ এর বর্ণিল উদ্‌যাপন সার্থক ও সফল হোক এ কামনা করি।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মেজবাহ উদ্দিন

সৌজন্যে ঃ

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
Sonali Bank Limited
উদ্ভাবনী ব্যাংকিংয়ে আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী

NRBC BANK

কর্মসংস্থান ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ১ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০